ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন (সেপ্টেম্বর ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৬)

৯ এপ্রিল ২০১৭

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সংসদ রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক অঙ্গ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম, যার মূল কাজ - প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি
- সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার
- বাংলাদেশ আইপিইউ (১৯৭২ সাল) এবং সিপিএ (১৯৭৩ সাল)-র সদস্য, যাদের লক্ষ্য দেশের উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত করা
- বিশ্বব্যাপি ২০০টি সংস্থা (পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন) কর্তৃক ৮০টিরও বেশী দেশে সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ; তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন
- সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (২০০১ সাল) থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ

সার্বিক উদ্দেশ্য

সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ

তথ্যের উৎস ও গবেষণার সময়

প্রত্যক্ষ তথ্য

- সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড
- দর্শক গ্যালারিতে অধিবেশন কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষণ

পরোক্ষ তথ্য

- সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন
- সরকারি গেজেট
- প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ
- সংবাদপত্র

গবেষণায় বিবেচনাধীন তথ্যের সময়

সেপ্টেম্বর ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৬ (দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

গবেষণা পদ্ধতি

- মিশ্র পদ্ধতি (গুণবাচক ও পরিমাণবাচক তথ্য ভিত্তিক)
- সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ (সাতটি অধিবেশনের ১০৩ কার্যদিবস)
- সংসদ টিভিতে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
- গুণবাচক তথ্যের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
- পরিমাণবাচক তথ্যসমূহ তথ্য বিশ্লেষক সফটওয়ার এসপিএসএস-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকসমূহ

প্রতিনিধিত্ব	▪ সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট ▪ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ▪ আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা
আইন প্রণয়ন	আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা	▪ প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা ▪ অনির্ধারিত আলোচনা ▪ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম ▪ সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা
জেন্ডার প্রেক্ষিত	সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	▪ সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা ▪ সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার
সংসদীয় উন্মুক্ততা	সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা

কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ১০৩; ব্যয়িত মোট সময় ৩৪৫ ঘন্টা ৫৫ মিনিট

প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ৩ ঘন্টা ২২ মিনিট

প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনায় ৩৫.৭%; আইন প্রণয়নে ১৬%, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠামূলক আলোচনায় ৩৯.৪%

সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

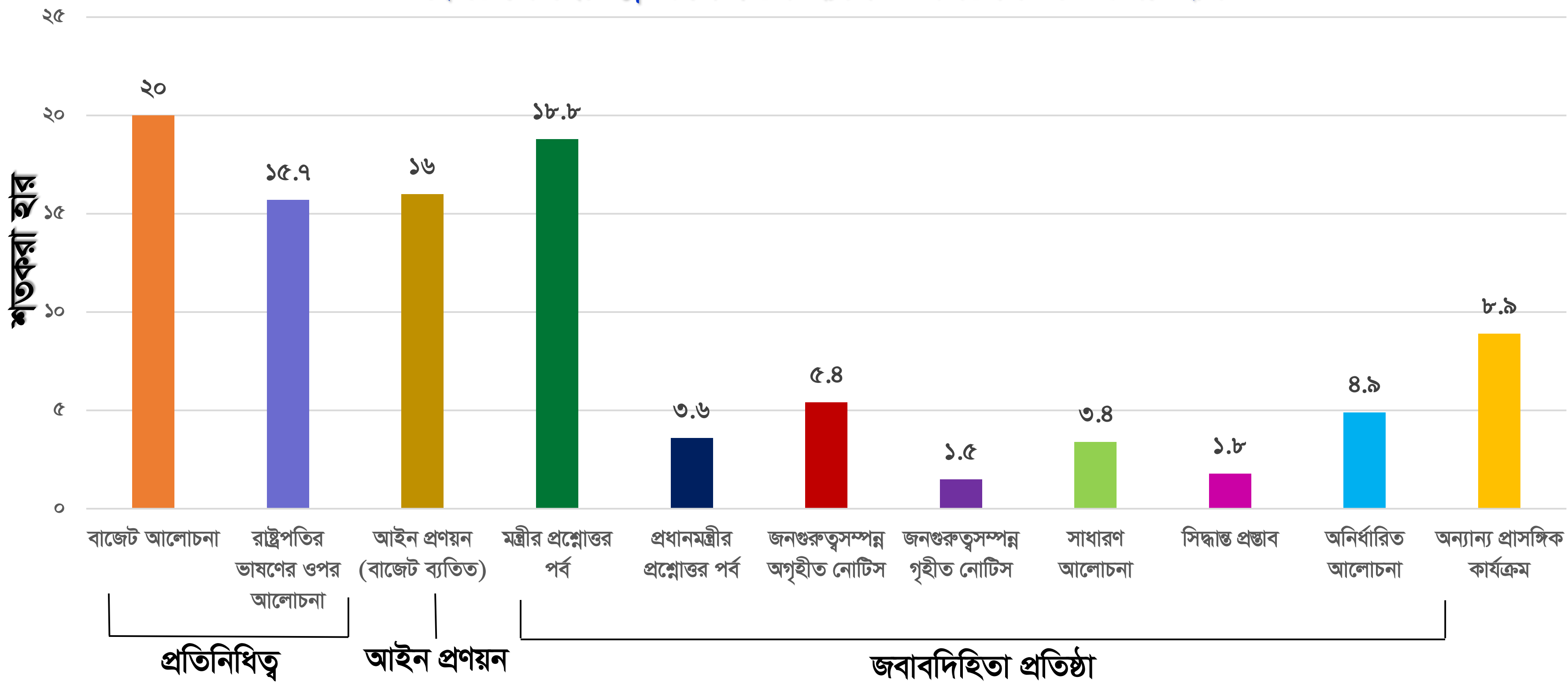

* অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্াক্রমের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রীদের বিবৃতি, স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট, শোক প্রস্তাব, স্পিকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বক্তব্য

প্রতিনিধিত্ব

সদস্যদের উপস্থিতি (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

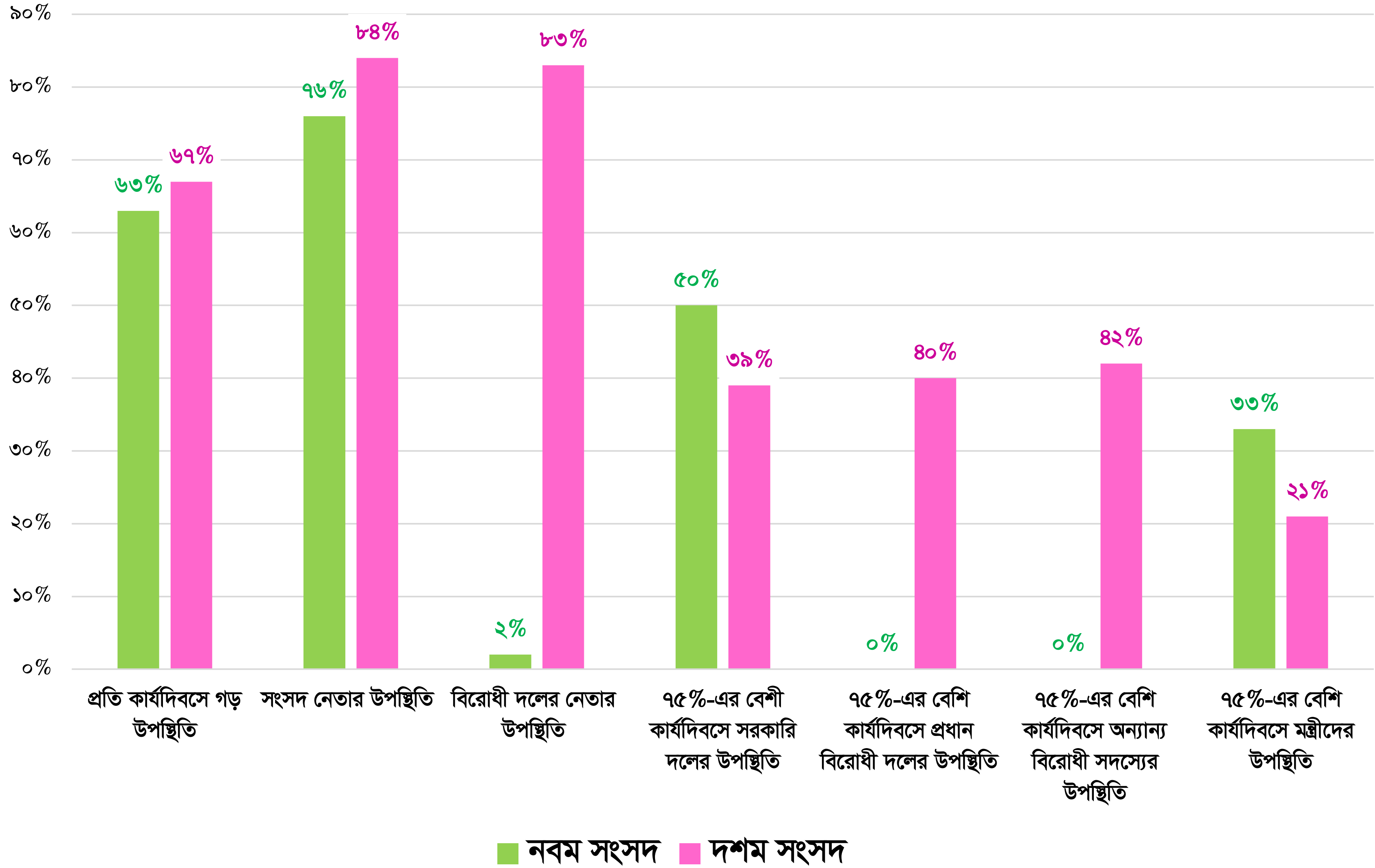

প্রতিনিধিত্ব

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ (পর্বভিত্তিক)

(সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

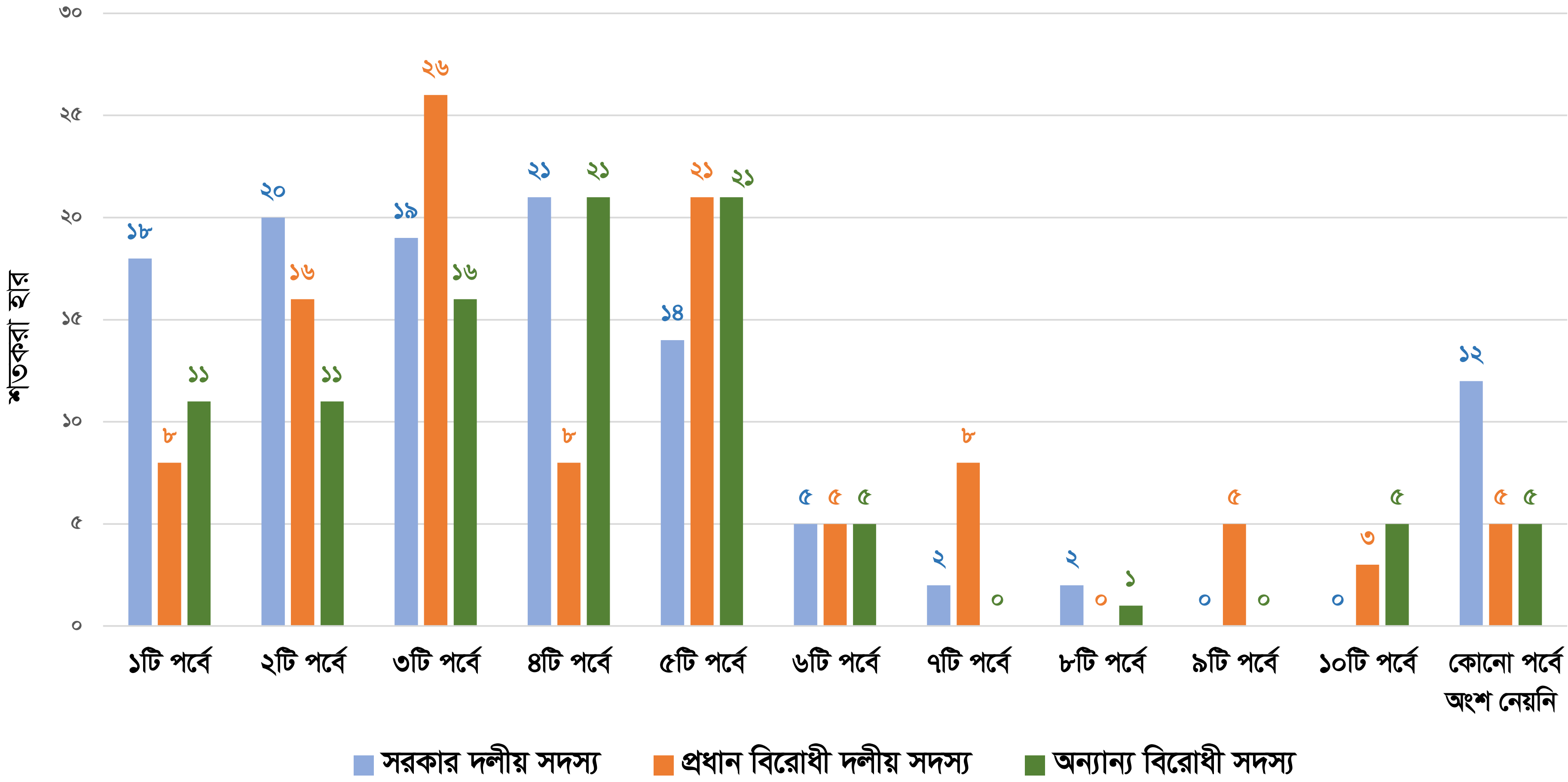

* যেসকল সদস্য কোনো পর্বে অংশ নেননি, এদের মধ্যে ৩২% সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসের বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন

প্রতিনিধিত্ব

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ (দলভিত্তিক কার্যক্রম অনুযায়ী)

(সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

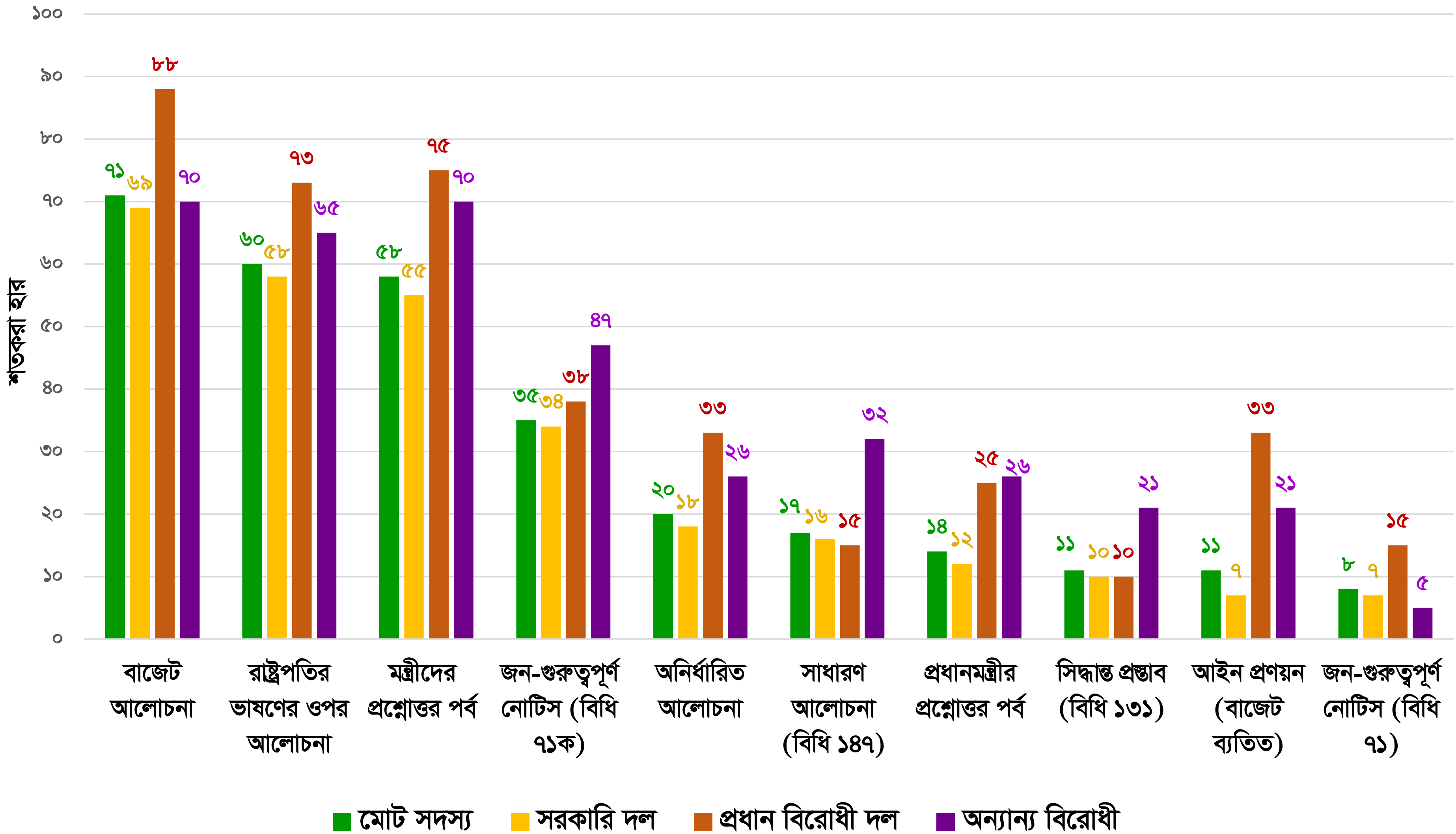

প্রতিনিধিত্ব

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্য প্রতি ব্যয়িত সময় (দলভিত্তিক)

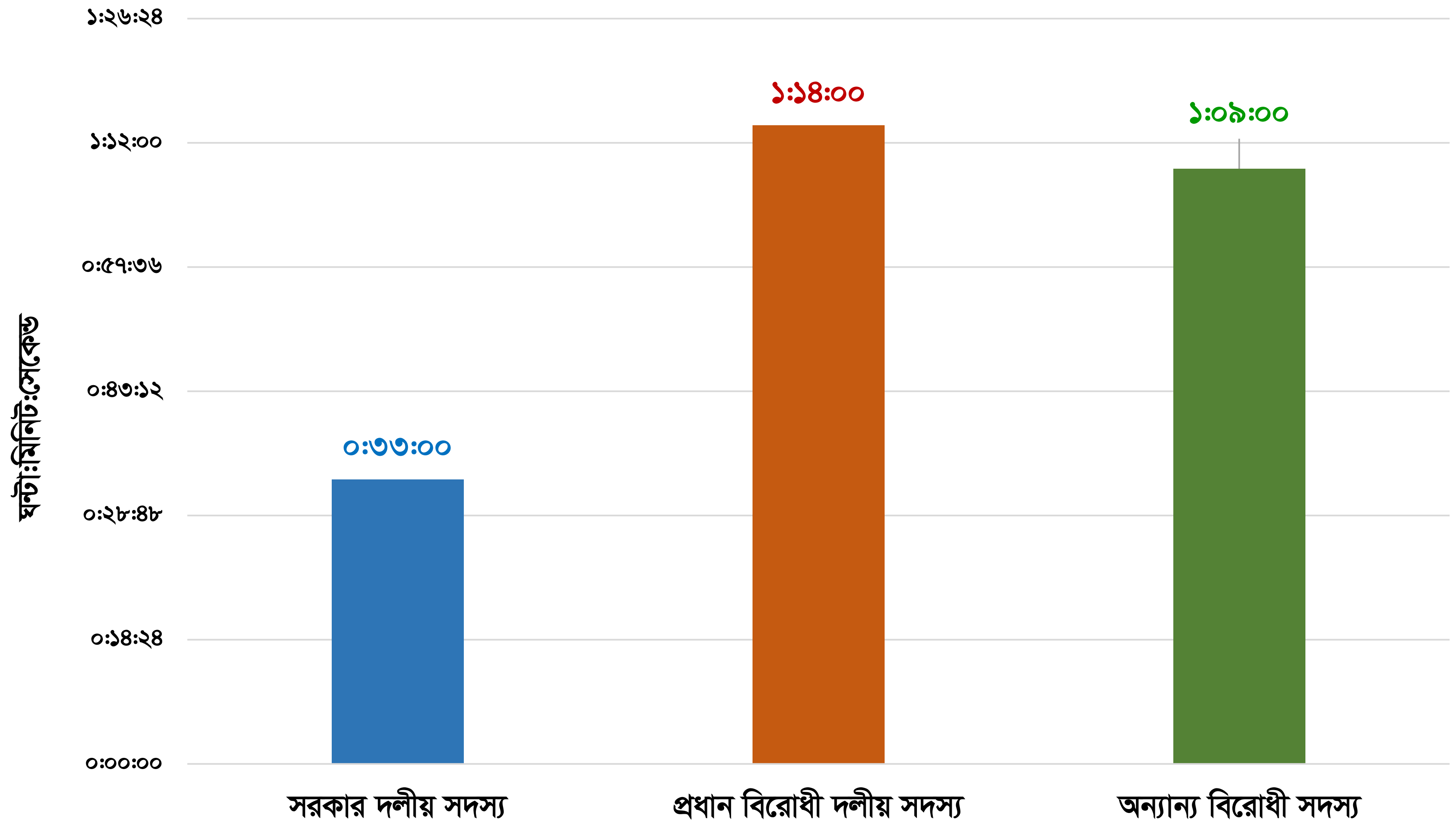

প্রতিনিধিত্ব

ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকট

ওয়াকআউট

- চারটি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের চারবার ওয়াকআউট

সংসদ বর্জন

- প্রধান বিরোধী দল বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সংসদ বর্জন করেনি

কোরাম সংকট

- প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময়ের ১২% কোরাম সংকট, প্রতিদিন কোরাম সংকট বিদ্যমান, প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট পূর্বের সংসদের তুলনায় কিছুটা হ্রাস
- সাতটি অধিবেশনের প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট ২৮ মিনিট যার প্রাক্কলিত অর্থমূল্য ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৫২ টাকা (সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড় ব্যয় এক লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা)
- মোট কোরাম সংকট ৪৮ ঘন্টা ২৬ মিনিট (অর্থমূল্য ৪৭ কোটি ২০ লক্ষ ৩৩ হাজার ২০৪ টাকা)

প্রতিনিধিত্ব

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

- সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব লক্ষণীয়
- অসংসদীয় ভাষা (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার অব্যহত
- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন, অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উল্লেখ

সংসদ নেতার বক্তব্যের বিষয়

কৃষি, বিদ্যুৎ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাস্থ্য সেবা, রাস্তাঘাট, ব্রীজের উন্নয়নের সার্বিক চিত্র, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা

বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যের বিষয়

মঙ্গা মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ভূমিকা, খাদ্যে ভেজালকারিদের শাস্তির ব্যবস্থা, অবিলম্বে তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়ন

প্রতিনিধিত্ব
আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

- মোট সদস্যের ৭১% বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়েছেন
- সরকার ও বিরোধী উভয় দল কর্তৃক আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের জবাবদিহিতার প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ, অর্থমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে সহমত পোষণ
- আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রস্তাব করা হলেও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট পরামর্শের আরও সুযোগ ছিলো
- সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ ও সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট ব্যতীত)

- মোট ৬৬টি সরকারি বিল পাস, বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে প্রায় ৩১ মিনিট সময় ব্যয়
- ৬৩টি বিলের (অর্থ বিল ব্যতীত) ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের সকল প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ, মন্ত্রী কর্তৃক কারণ উল্লেখ -
  - সংসদ সদস্যরা জনপ্রতিনিধি তাই কমিটিতে এবং মন্ত্রীসভায় তাদের মতামতের মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতিফলন আছে
  - সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়েছে (৯টি বিলের ক্ষেত্রে)
  - জনগণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে বিলের খসড়া প্রকাশ হয়েছে (১১টি বিলের ক্ষেত্রে)
- বিলের খসড়ায় জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উল্লেখিত ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগের ঘাটতি
- বিরোধী সদস্যদের বিল সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়ার চর্চার অপ্রতুলতা

প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম

- প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বমূলক এবং সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন

- ৩৪টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নোটিস উত্থাপিত, আলোচিত ১৮টি, স্থগিত ১৫টি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখাত ১টি; আলোচিত ১৭টি প্রস্তাব প্রত্যাহার; *(কারণ - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন, প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান)*, ১টি সংশোধিত আকারে গৃহীত

- জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা সংবিধানে থাকলেও ২০১৫-১৬ সালে স্বাক্ষরিত ৫৯টি চুক্তি *(সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী)* উপস্থাপিত না হওয়া

- অনির্ধারিত আলোচনায় সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী (৩১%) আলোচনা

জবাবদিহিতা: সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

- বিধি অনুযায়ী ৫০টি কমিটির ১৫ মাসে মোট ৭৫০টি সভা করার নিয়ম, কিন্তু ৪৭টি কমিটির মোট ৩৩৭টি সভা অনুষ্ঠিত
- বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে একটি করে সভা করেছে দুইটি কমিটি; ৩টি কমিটি *(কার্যপ্রণালী-বিধি, বিশেষ অধিকার ও পিটিশন কমিটি)* কোনো সভা করেনি
- সর্বোচ্চ ২২টি সভা করেছে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

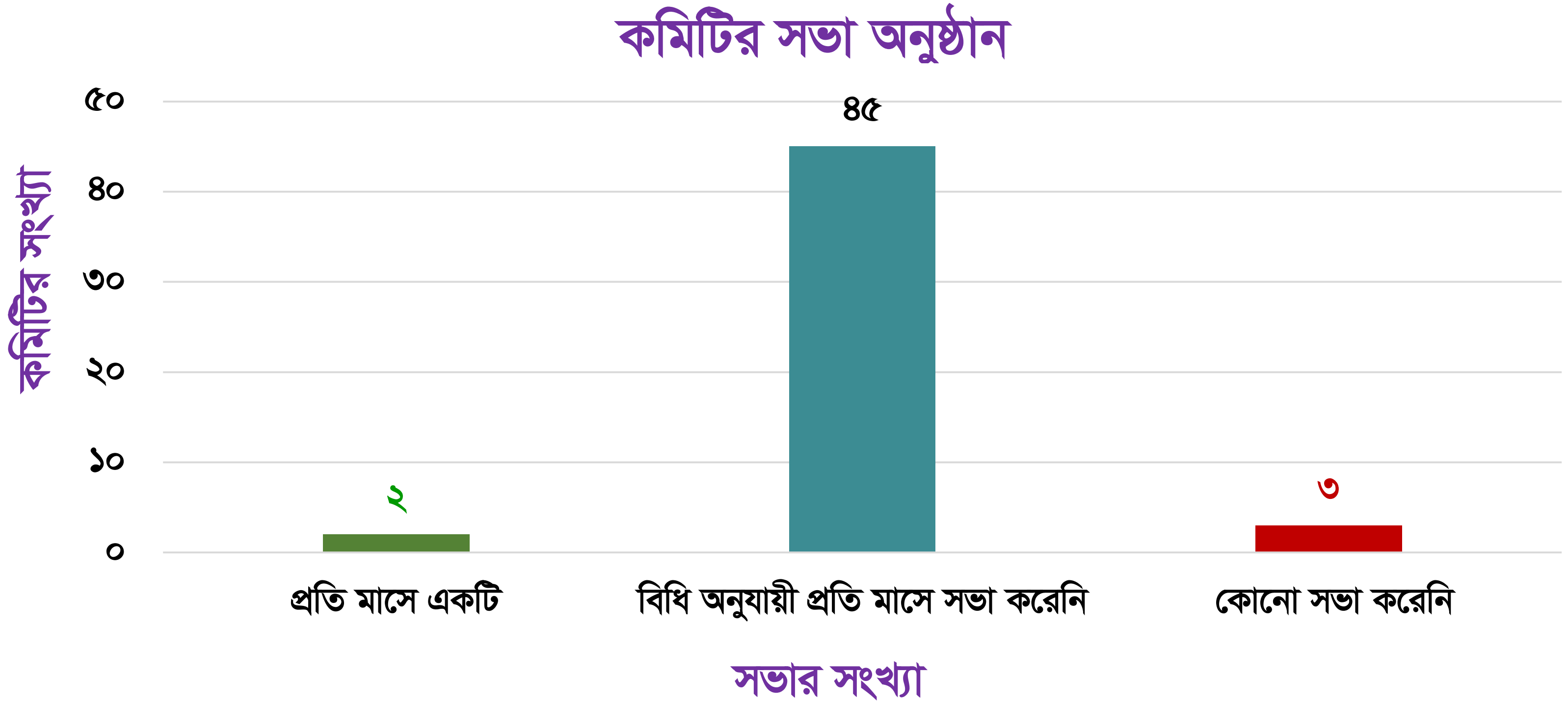

জবাবদিহিতা: সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম... চলমান

- একটি কমিটির (বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত) সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
- ১০টি কমিটিতে সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি ৬৫% *(দশটি কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী);* সর্বনিম্ন ৩০% - সর্বোচ্চ ১০০% উপস্থিতি (৩টি সভায়)
- নয়টি কমিটিতে *(হলফনামার তথ্য অনুযায়ী)* সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কিত সম্পৃক্ততা *(১৮৮ বিধির ২ উপবিধির ব্যত্যয়)*
- ৫০টি কমিটির মধ্যে ১০টির প্রতিবেদন *(১০টি)* প্রকাশিত, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ প্রদান

সুপারিশ বাস্তবায়ন

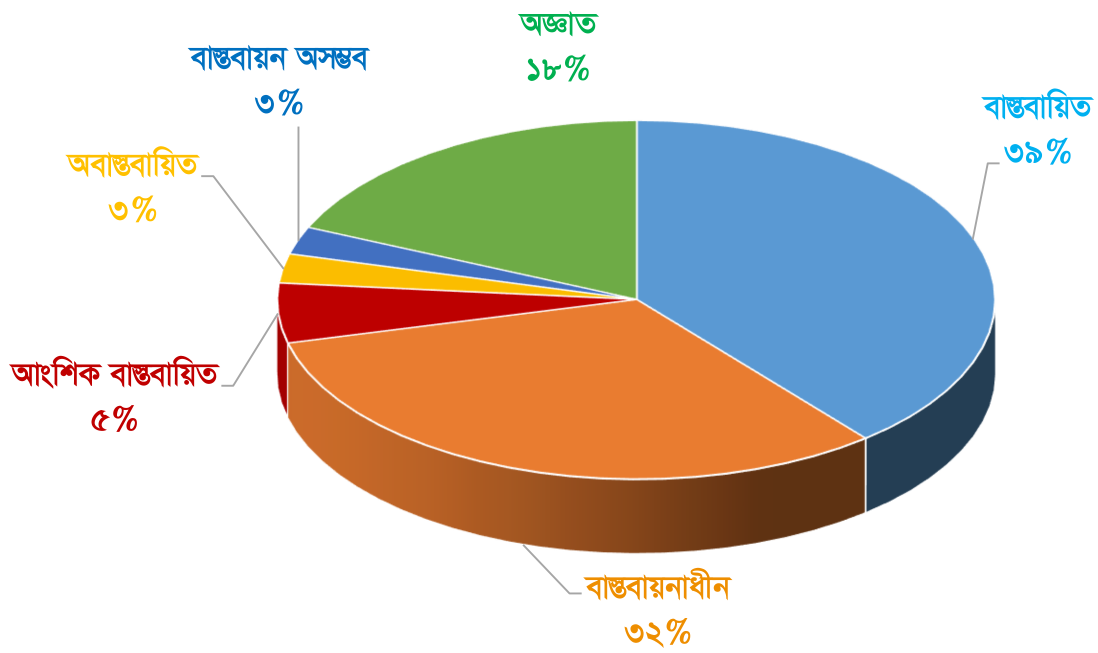

জবাবদিহিতা: বিরোধী দলের ভূমিকা

- আইন প্রণয়নে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাবের আলোচনায় তুলনামূলক বেশী অংশগ্রহণ; কিন্তু বিরোধী দলের মতামত ও প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়া
- বিরোধী দল কর্তৃক আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় না দেওয়ায় প্রধান বিরোধী সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশ
- অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক সরকার পক্ষের বিবৃতির প্রতিবাদ
- বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান, সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা

জেন্ডার বিশ্লেষণ: সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

নির্দেশক	মোট নারী সদস্য	নির্বাচিত সদস্য	সংরক্ষিত আসনের সদস্য
মোট নারী সদস্য	৭১ জন	২১ জন	৫০ জন
মোট সময়ের তিন-চতুর্থাংশের বেশী উপস্থিত	৬১% (৩৪% পুরুষ সদস্য)	৩৩%	৭২%
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৭ জন (১০%); ১৮টি প্রশ্ন উত্থাপন পুরুষ সদস্য ৪২ জন (১৫%)	৪ জন (১৯%); ৮টি প্রশ্ন উত্থাপন	৩ জন (৬%); ১০টি প্রশ্ন উত্থাপন
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪২ জন (৫৯%) পুরুষ সদস্য ২০২ জন (৫৮%)	১০ জন (৪৭%)	৩২ জন (৬৪%)
৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	৩৩ জন (৪৬%); ১১৭টি নোটিস উত্থাপন পুরুষ সদস্য ৮৯ জন (৩২%)	৫ জন (২৫%); ১২টি নোটিস উত্থাপন	২৮ জন (৫৬%); ১০৫টি নোটিস উত্থাপন
৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	৮ জন (১৬%); ৯টি নোটিস আলোচনা পুরুষ সদস্য ১৮ জন (৬%)	-	৮ জন (১৬%); ৯টি নোটিস আলোচনা
আইন প্রণয়ন	৪ জন (৭%) পুরুষ সদস্য ৩৪ জন (১২%)	১ জন (৫%)	৩ জন (৬%)
বাজেট আলোচনা	৫৬ জন (৭৯%) পুরুষ সদস্য ১৯২ জন (৬৯%)	১৭ জন (৮১%)	৩৯ জন (৭৮%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	৫০ জন (৭০%) পুরুষ সদস্য ১৫২ জন (৫৮%)	৯ জন (৪৩%)	৪১ জন (৮২%)
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ	৬৮ জন (৯ জন প্রধান বিরোধী দলের); স্পিকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলের নেতা ব্যতিত	১৮ জন (৩ জন প্রধান বিরোধী দলের); ৪টি কমিটিতে সভাপতি	৫০ জন (৬ জন প্রধান বিরোধী দলের)

সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা

- সংসদ অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন - স্পিকার ১৯৯ ঘন্টা ৩৫ মিনিট (৫৮%), ডেপুটি স্পিকার ১৩৫ ঘন্টা ৪২ মিনিট (৩৯%) ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ১০ ঘন্টা ৩৮ মিনিট (৩%)

- সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার অব্যহত, একজন সরকার দলীয় এবং একজন বিরোধী দলীয় সদস্যের বক্তব্যের অসংসদীয় শব্দ এক্সপাঞ্জ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সতর্কবাণী প্রদান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পিকারের নীরবতা

- বিধি অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়

সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার

- বিভিন্ন আলোচনা পর্বে অসংসদীয় ভাষার (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহারে মোট সময়ের ১৫% ব্যয়

- সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে ২১০১ বার, সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ৪৩৩ বার বিভিন্ন কটুক্তি, আক্রমণাত্মক শব্দ এবং অশ্লীল শব্দের ব্যবহার *(বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধির ব্যত্যয়)*

- অধিবেশন চলাকালীন সদস্য কর্তৃক গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে *(বিধি ২৬৭ এর ২, ৪, ৮ উপবিধি)* ব্যত্যয় -
  - অধিবেশন চলাকালীন নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা
  - অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে দু'জনে এবং ছোট ছোট গ্রুপে (তিন-পাঁচ জনের মধ্যে) কথা বলা
  - অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা
  - কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলা

সংসদীয় উন্মুক্ততা

সংসদীয় কার্যক্রম টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার একটি ইতিবাচক উদ্যোগ, সংসদীয় উন্মুক্ততার চর্চাকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে -

- আইন প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদ্ধতিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি, জন অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত
- সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসমূহ ওয়েবসাইটে অপ্রকাশিত বা জনগণের জন্য সহজলভ্য নয়
- কমিটি কার্যক্রম উন্মুক্ত নয় ফলে তথ্যে অভিগম্যতা কম; জনগণের সীমিত সম্পৃক্ততা; ওয়েবসাইটে কমিটির প্রতিবেদন অপ্রকাশিত

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের সপ্তম-ত্রয়োদশ অধিবেশনের তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১ - ২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪ - চলমান)
মোট কার্যদিবস	১১১ দিন	১৪৮ দিন	১০৩ দিন
মোট বৈঠককাল	৩৪৯ ঘন্টা ৪৬ মিনিট	৪৬১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট	৩৪৫ ঘন্টা ৫৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	৩ ঘন্টা ৯ মিনিট	৩ ঘন্টা ৭ মিনিট	৩ ঘন্টা ২২ মিনিট
অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার	৬৫৪ *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে)*	২৩৩ বার *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে)*	৪৩৩ বার *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে)* ২১০১ বার *(সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে)*
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়	**১১%**	**৬%**	**১৬%**
বিল পাসের গড় সময়	২৯ *মিনিট*	২৫ মিনিট	৩১ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	৩৯ *মিনিট*	৩৩ *মিনিট*	২৮ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের	একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
বিরোধী দলের ওয়াকআউট	৪৮ বার	১১ বার	৪ বার
প্রধান বিরোধী জোটের সংসদ বর্জন	৬৫.৩২% কার্যদিবস	৯৫.৭১% কার্যদিবস	বর্জন করেন নি

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক পর্যবেক্ষণ

- আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি যদিও প্রতিটি আইন পাসে ব্যয়িত গড় সময়ের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়
- প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি
- কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস
- সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পূর্বের অধিবেশনগুলোর তুলনায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা
- তিন-চতুর্থাংশের বেশী কার্যদিবসে নারী সদস্যদের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যদের তুলনায় বেশী

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ... (চলমান)

চলমান চ্যালেঞ্জসমূহ

- সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণে বিধির ব্যত্যয় লক্ষণীয়, স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি
- আইন প্রণয়নে সদস্যদের কম অংশগ্রহণ, বিরোধী দলের মতামত ও প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়া, জনমত গ্রহণের সীমিত সুযোগ
- জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনা না হওয়া *(অধিবেশনে উত্থাপিত নোটিস পর্যবেক্ষণ করে)*, যদিও অন্যান্য পর্বে *(অনির্ধারিত আলোচনা, বাজেট ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা)* উক্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছিল;
- আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অধিবেশনে উপস্থাপিত না হওয়া
- কমিটিগুলোর কার্যক্রমে বিধির *(সদস্যদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নিয়মিত সভা না হওয়া)* ব্যত্যয় ঘটায় এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকায় তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়া
- আইন প্রণয়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ
- সংসদীয় উন্মুক্ততার চর্চার ঘাটতি

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

সদস্যদের অংশগ্রহণ

১. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে

৩. সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিরোধী দল প্রকৃত বিরোধী দলসুলভ ভূমিকা পালনে আগ্রহী হলে তাদের দ্বৈত অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে

৪. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের মত প্রকাশ ও সমালোচনার বিধান থাকবে

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ ... (চলমান)

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. আইন প্রণয়নে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

৭. সরকারি দলকে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে

কমিটি কার্যকর করা

৮. বিধি অনুযায়ী নিয়মিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে

৯. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে

১০. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত *(প্রস্তাব - ছয়মাসে অন্তত ১টি)* প্রকাশ করতে হবে

তথ্য প্রকাশ

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে

ধন্যবাদ

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

- সংবিধান সুরক্ষা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও সদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।
- সংসদকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- সংসদের ভেতরে এবং বাইরে সংসদ সদস্যদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ বিধি-বিধান করা হবে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

- সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন এবং কমিটিসমূহের প্রকাশ্য গণশুনানীর ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন ভূমিকা নিশ্চিত করা হবে।
- জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হবে।

* উল্লেখ্য, অন্য কোনো দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুনির্দিষ্টভাবে সংসদকে কার্যকর করার বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।

সংসদীয় উন্মুক্ততা: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

- **"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা"-র লক্ষ্য ১৬:** কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে

- **আইপিইউ-র লক্ষ্য:** শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক সংসদ গঠনে বিভিন্ন দেশের সংসদ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচার, বিভিন্ন সংসদের ইতিবাচক চর্চার তথ্যভান্ডার তৈরী ও প্রকাশ

- **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র:** কার্যকর ই-সংসদ প্রবর্তন

- **সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়ে ঘোষণাপত্র:** ওয়াশিংটনে মে ২০১৫ সালে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মেলনে ঘোষণাপত্রের খসড়া গ্রহণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে বিশ্ব ই-পার্লামেন্ট সম্মেলনে প্রকাশ, সংসদীয় উন্মুক্ততার সংস্কৃতির প্রসারে -
  - ✓ সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের উপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা
  - ✓ আইনের খসড়া প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ
  - ✓ কমিটির কার্যবিবরণীর রেকর্ডপত্র প্রকাশ করা
  - ✓ প্লেনারির কার্যবিবরণী প্রকাশ করা
  - ✓ সংসদ কর্তৃক প্রণীত বা সংসদে উত্থাপিত যে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করা

ওয়াকআউটের কারণ

অধিবেশন	বিষয়	দল	সংখ্যা (বার)
সপ্তম অধিবেশন	গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে	প্রধান বিরোধী	১
নবম অধিবেশন	পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিল ২০১৬-এ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংসদে তা পাস করার প্রতিবাদে	প্রধান বিরোধী	১
দশম অধিবেশন	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016 বিলটি সংসদে উত্থাপনের আপত্তি জানিয়ে	প্রধান বিরোধী	১
একাদশ অধিবেশন	বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বিরোধী দল কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তার প্রতিবাদে	প্রধান বিরোধী	১

তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

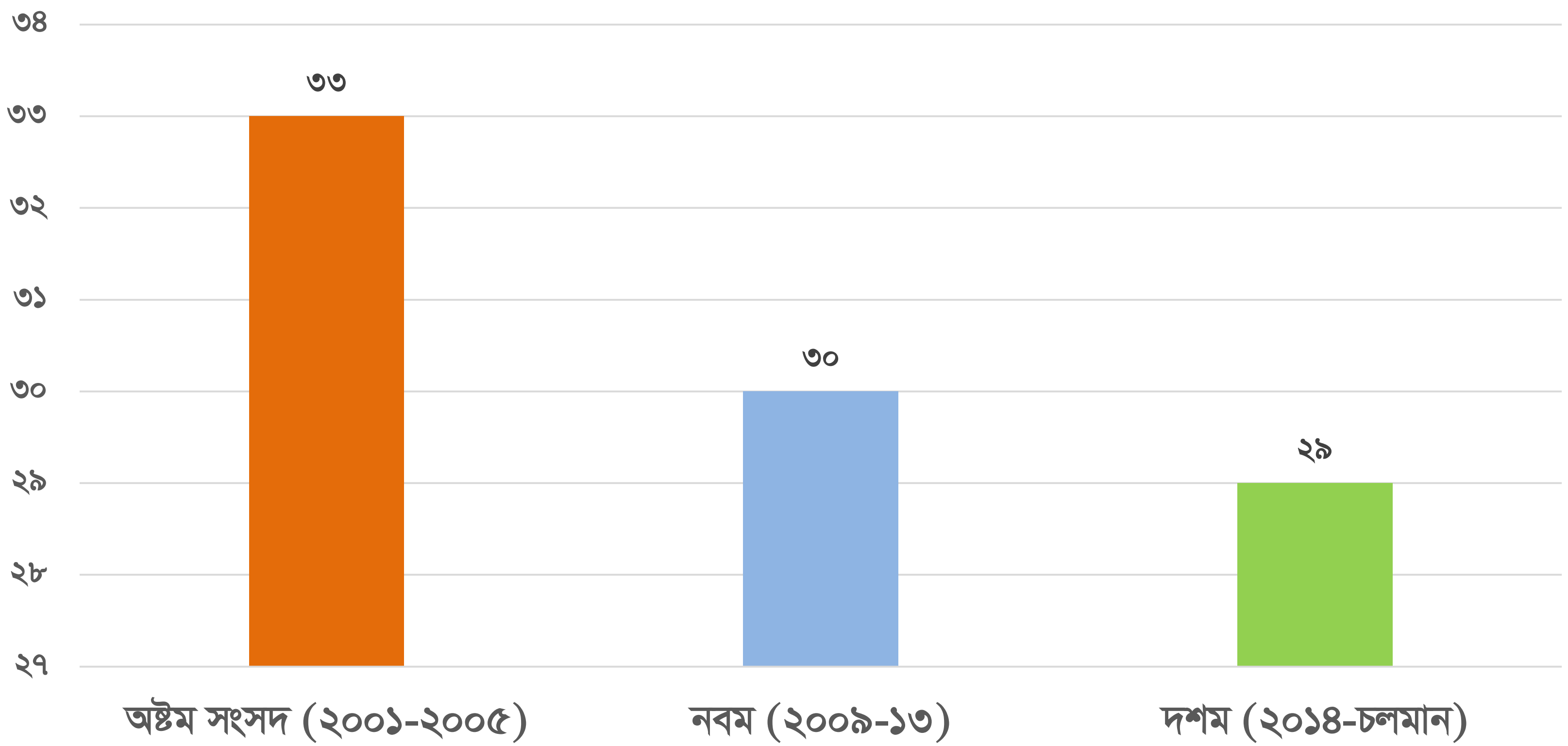

অষ্টম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে দশম সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত (মোট অধিবেশন - ৫৫টি) প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের মতো প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকটও তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে

কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে।

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ২৩৮.৩৩ কোটি টাকা
- বিদ্যুৎ বিল ৬.৮১ কোটি টাকা
- সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.০৫ কোটি টাকা
- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১.১২ কোটি টাকা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংসদ অধিবেশনের প্রকৃত সময় (কোরাম সংকটসহ অধিবেশনের মোট সময় ২৪৩ ঘন্টা ৯ মিনিট) ধরে এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে

আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে বিরোধী দল কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ

"জনগণের শত শত কোটি টাকা পাচার হয়ে যাবে আর আমরা তামাশা দেখব, তা হতে পারে না। আর্থিক খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করা না গেলে বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, সাগরচুরি হয়েছে। কিন্তু এই সাগরচুরির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?"

- প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য

"দেশের প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুষ, দুর্নীতি। বেতন ভাতা দ্বিগুণ করে দিলেন, এই ট্যাক্সের টাকা জনগণ দেবে। আবার যখন তহসিল অফিসে যাই তখন বলে দশ হাজার টাকা দেন, দারোগা সাহেবের ধারে গেলে বলে টাকা দেন ... ."

- অন্যান্য বিরোধী সদস্য

"রাষ্ট্রের আর্থিক বিভাগ চৌর্যবৃত্তিতে ভরে গেছে। .. .. বেসিক ব্যাংকে টাকা চুরির আলোচনা শেষ না হতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ লুট হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী এসব বিষয়ে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?.. .. .. যেসব অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী ও অর্থনৈতিক জঙ্গি, যারা বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড খুবলে খায়; তাদের প্রতি কোনো টলারেন্স দেখানো হচ্ছে? তিনি বলেন, একের পর এক ব্যাংক কেলেঙ্কারি হয়েছে। হল-মার্ক, বিসমিল্লাহ, বেসিক ব্যাংক, ওম প্রকাশ আগারওয়াল টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হয়েছে। শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি দায়ী হলেও তাদের বিরুদ্ধে মামলা নেই।"

- সরকার দলীয় সদস্য

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য

“নিজেদের লোকদের সমর্থনের কারণে সোনালী ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকের অর্থ কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারিনি। অবশ্যই ব্যাংকে কাজ করলে আস্থা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেটার যখন ঘাটতি হয়, তখন অনেক অসুবিধা হয়। আমাদের কিছু ঘাটতি হয়েছে সোনালী ও বেসিক ব্যাংকে।”

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট ব্যতীত): আলোচিত বিতর্ক

"Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill, 2015"- এ সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্যের বক্তব্য "আমরা সরকারকে সহযোগিতার জন্য নোটিস দেই। সব যদি নাকচ হয়, তাহলে তো গণতন্ত্র থাকে না।" এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তর - ".. .. আমরা যারা আছি, তারা কি ঘোড়ার ঘাস কাটি? মন্ত্রিসভা কি ঘোড়ার ঘাস কাটে? .. .."

"বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বিল, ২০১৬" -এ ৬৮ টি সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনা না হয়ে নাকচ হওয়ায় প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্যের বক্তব্য, "এখানে সংসদে যে বিলগুলো পেশ করা হয়, আমরা যে সংশোধনী দেই সেই সংশোধনীর ওপরে কোনো আলোচনা হয় না একমাত্র কৃষিমন্ত্রী ছাড়া প্যারা প্যারা করে কেউ আলোচনা করে না। তাতে হয় কি, আমরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলি । আমার কথা হলো যদি পার্লামেন্টকে প্রাণবন্ত করতে চান, চালাইতে চান তবে আমরা যে সংশোধনী দেই সেই সংশোধনীগুলো আলোচনা হওয়া উচিত। কেন গ্রহণ করা হল না তার কারণ ব্যাখ্যা করা উচিত, আমরা অনেক কষ্ট করে সংশোধনীগুলো দেই।"

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)

প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ

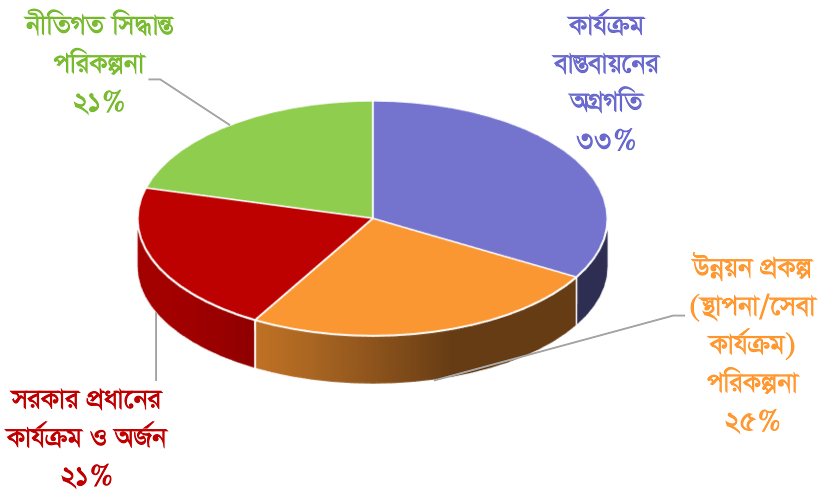

মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মৌখিক উত্তরদানের জন্য উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নসমূহ

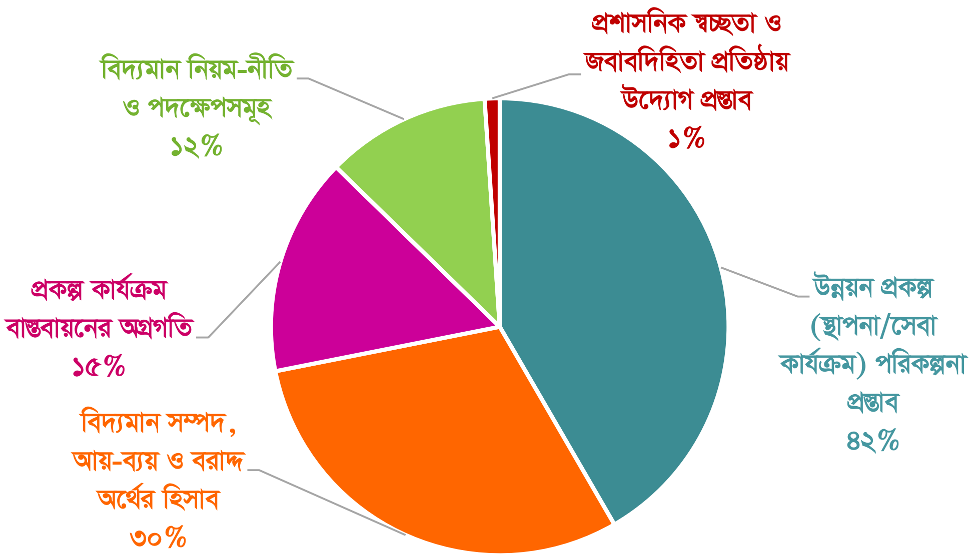

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

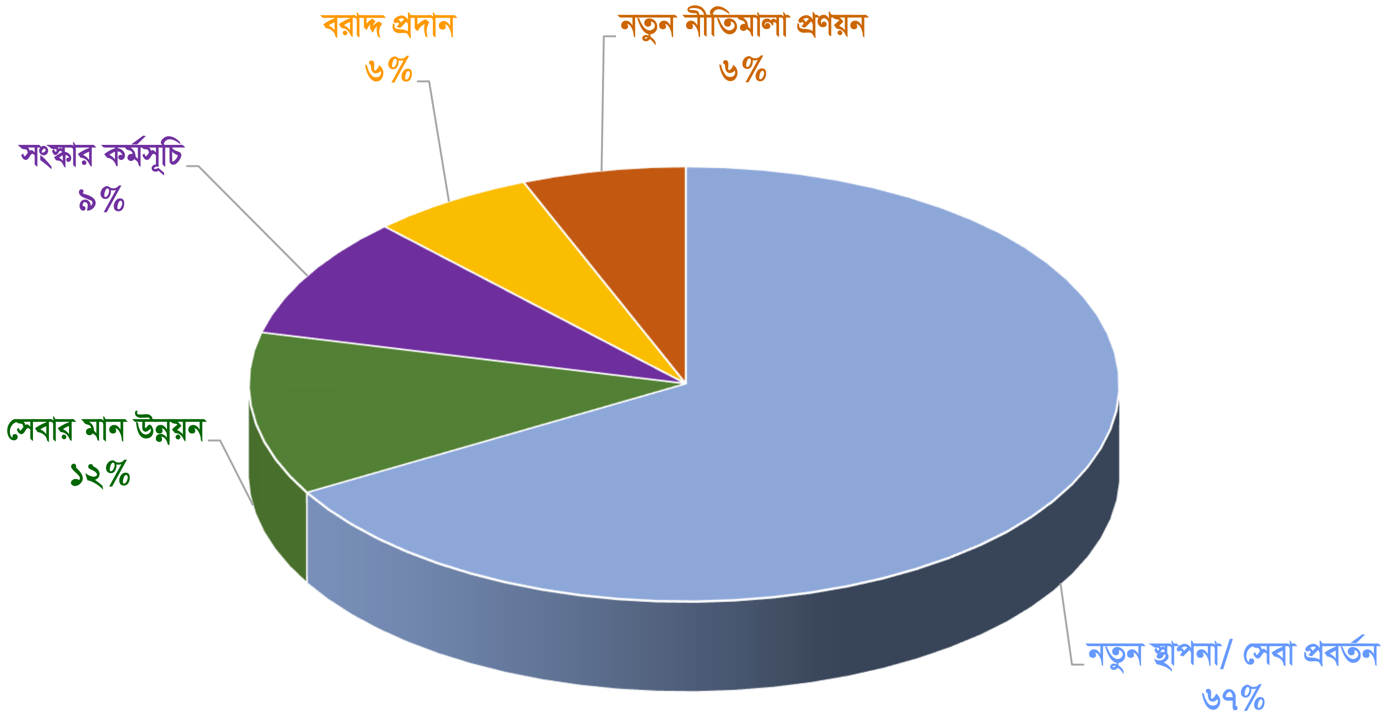

অনির্ধারিত আলোচনা

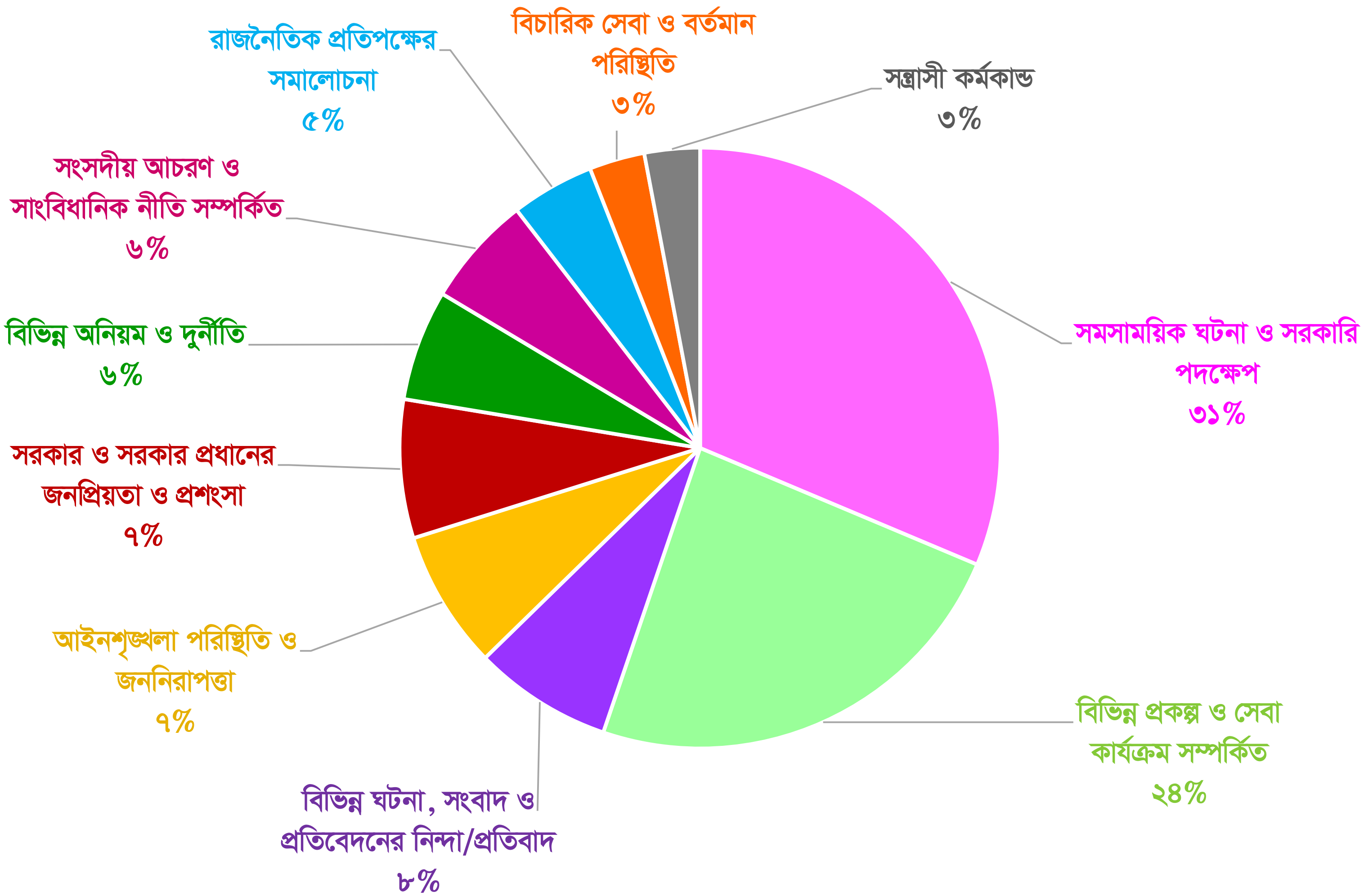

বিচারিক সেবা ও বর্তমান পরিস্থিতি
৩%
সন্ত্রাসী কর্মকান্ড
৩%
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনা
৫%
সংসদীয় আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি সম্পর্কিত
৬%
বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি
৬%
সরকার ও সরকার প্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা
৭%
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জননিরাপত্তা
৭%
বিভিন্ন ঘটনা, সংবাদ ও প্রতিবেদনের নিন্দা/প্রতিবাদ
৮%
সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারি পদক্ষেপ
৩১%
বিভিন্ন প্রকল্প ও সেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত
২৪%

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সুপারিশ

- চিড়িয়াখানা ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করে প্রতিবেদন দেবার জন্য কমিটি গঠন
- সরকারি ৮টি দুগ্ধ খামারে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম এবং খামারগুলোকে লাভজনক করার ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি গঠন
- নকল ঔষধ উৎপাদনকারী, অনুমোদনকারী এবং বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ
- সুনির্দিষ্ট কিছু ঔষধ কোম্পানি নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রুপের ঔষধ উৎপাদন করতে পারবে না
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাউকে প্রকল্পের টাকায় বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ না দেওয়ার সুপারিশ
- পঁচা গম আমাদনি করায় দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শত কোটি টাকা আদায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ
- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এলাকায় বন ধ্বংসকারী চেক স্টেশন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ
- যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপী হওয়ার আশঙ্কা আছে তাদেরকে ঋণ প্রদান না করার সুপারিশ
- সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজসে হলমার্ক গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ লোপাট, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল সেসকল জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ

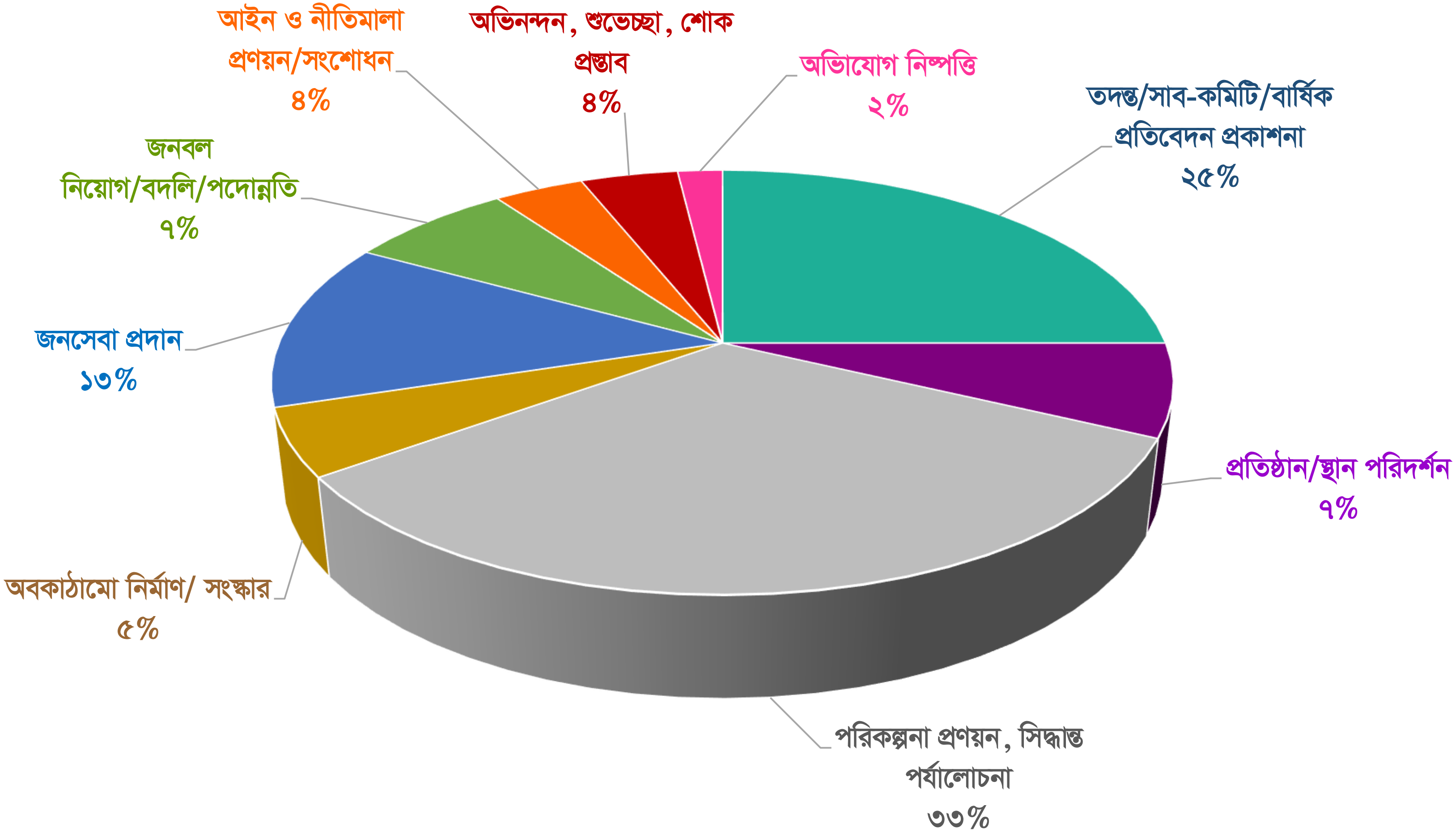

(তথ্যসূত্র: সংসদীয় কমিটিসমূহের প্রকাশিত প্রতিবেদন)

বিরোধী দলের ভূমিকা

অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি উল্লেখ

শেয়ারবাজার লুটপাটের তদন্ত কমিটি হলো, কমিটি প্রতিবেদনও দিল, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। অর্থমন্ত্রী ব্যাংকিং খাতে সাগর চুরির কথা বলেছেন, কিন্তু কীভাবে এই সাগর চুরি বন্ধ হবে, ফাটকাবাজি বন্ধ হবে এটা তাকে সংসদে বলতে হবে। - *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

" **Sustainable development** -এর জন্য সুস্থ ধারার রাজনীতি দরকার। সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, ঘুষ বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে, দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করতে হবে।"

- অন্যান্য বিরোধী সদস্য

"ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হত্যার উৎসব হয়েছে। মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে গুলিবিদ্ধ নির্বাচন হয়েছে।"

- *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যদি সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হই তবে এর উত্থান হবে না। ছেলে-মেয়েদের বন্ধুর মতো বুঝাতে হবে। তারা কোথায় যায়, কী পড়ছে, কার সঙ্গে মিশছে সেটা খোঁজ নিতে হবে। .. .. দলমত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর নির্মূল করতে হবে। - *প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য*

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)

বিরোধী দলের ভূমিকা

ক্ষোভ প্রকাশ

"আমরা সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নই। আমাদের কথা বলতে দিতে হবে। অন্যথায় আগেই বলে দেবেন - কোনো কিছুই বলবো না। কথা বলতেই সংসদে আসি। কথা বলা যদি বন্ধ করতে বলেন, তাহলে সংসদে এসে হাজিরা দিয়ে চলে যাব। মন্ত্রীরা যখন পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়ান, তখন তাঁরা তো দীর্ঘ সময় কথা বলার সুযোগ পান।" - প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য

সরকার পক্ষের বিবৃতির প্রতিবাদ

"অষ্টম পে-স্কেলের বিরোধিতাপূর্বক কর্মবিরতি পালন ও শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বৃহত্তর আন্দোলনের ডাকের প্রেক্ষিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অযাচিতভাবে তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাবেই এই আন্দোলন। ... . এই শিক্ষকরাই জাতি গঠনের উষালগ্নে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ছাত্রসমাজকে শানিত করেছিলেন। তখন দেশপ্রেমিক না হয়ে শুধু জ্ঞানী হলে নিশ্চয়ই তারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে আমলাগিরি করতেন। যে জাতি শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে পারেনা, তাদের মেধার বিকাশ কোনোদিনই ঘটবে না।" - অন্যান্য বিরোধী সদস্য

(তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ)